হযরত মির্জা গোলাম আহ্‌মদ কাদিয়ানী (আঃ)-এর দাবীসমূহ

—সংকলন ঃ শাহ্ মুস্তাফিজুর রহমান

হযরত মির্যা সাহেব (আঃ) বলেছেন ঃ

● "প্রত্যেক শতাব্দীর শিরোভাগে মুজাদ্দিদের আগমন হবে বলে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেছেন, তদনুযায়ী **"আল্লাহ্‌তা'লা আমাকে চতুর্দশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ করেছেন ।"** (তবলীগে হক্)

● "আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম প্রত্যেক শতাব্দীতে যুগ-ইমামের প্রয়োজনীয়তা নির্দিষ্ট করে গেছেন এবং পরিষ্কার ভাষায় বলে গেছেন যে, যে ব্যক্তি যামানার ইমামকে গ্রহণ না করে খোদাতা'লার দিকে প্রত্যাবর্তন করবে সে দৃষ্টিহীন হয়ে মরবে এবং তার মৃত্যু জাহেলিয়াতের মৃত্যু হবে ।".....

"শেষ প্রশ্ন এটাই বাকী আছে যে, বর্তমান যামানার ইমাম কে, যাঁর অনুসরণ করা সকল মুসলমানের, সকল খোদা-ভীরুগণের, সত্যস্বপ্নদ্রষ্টাগণের এবং ইলহাম বা ঐশীবাণী প্রাপ্তগণের জন্য আল্লাহ্‌তা'লা কর্তৃক অবশ্য কর্তব্য বলে নির্ধারিত হয়েছে ? এই প্রশ্নের জবাবে আমি দ্বিধাহীনচিত্তে ঘোষণা করছি যে, খোদার ফযলে এবং ইচ্ছায় **'সেই যুগ-ইমাম আমি ।'** খোদাতা'লা এজন্য যাবতীয় নিদর্শন ও শর্তাদি আমার মধ্যে সমাবিষ্ট করেছেন এবং আমাকে শতাব্দীর শিরোভাগে আবির্ভূত করেছেন ।".....

"মসীহ্ (আঃ)-এর আবির্ভাব সম্বন্ধে বহু ভ্রান্ত ধারণা বিস্তার লাভ করেছিল । এ ব্যাপারে মত-পার্থক্যের অন্ত ছিল না ।..... এইরূপ পরস্পর বিরোধী মত ও উক্তিগুলির মীমাংসা করার জন্য একজন হাকাম বা বিচারকের প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল । আর **সেই বিচারক আমি ।"** —(জরুরতুল ইমাম)

● "এই লেখককে এই সংবাদ দেওয়া হইয়াছে যে, সে **যামানার মুজাদ্দিদ (সংস্কারক)** এবং **তাঁর রূহানী মর্যাদার সহিত ঈসা ইবনে মরিয়মের রূহানী মর্যাদার সাদৃশ্য রয়েছে** এবং উভয়ে উভয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত এবং একে অপরের সাদৃশ্য ।" (আয়নায়ে কামালাতে ইসলাম) 1892-1893

● "বস্তুতঃ বর্তমান যামানায় ইসালমকে ধ্বংস করবার জন্য শয়তান তার শিষ্য সন্তানদের নিয়ে মরিয়া হয়ে লেগেছে । যেহেতু, এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এটাই হচ্ছে সত্য ও মিথ্যার মধ্যে আখেরী লড়াই, সেহতু যামানার দাবী এটাই ছিল যে, সংস্কারকের উদ্দেশ্যে কোন খোদা-প্রেরিত ব্যক্তির আগমন হউক । তিনিই **প্রতিশ্রুত মসীহ্** যিনি তোমাদের মধ্যে বর্তমান ।" (চশমায়ে মা'রেফাত)

● "লক্ষ্যণীয় যে, ঈসা ইবনে মরিয়ম ছিলেন মুসা (আঃ)-এর শেষ খলীফা, এবং আমি খায়রুল মুরসালীন রসূল পাক (সাঃ)-**এর শেষ খলীফা ।"** —(হকীকাতুল ওহী)

● "খৃষ্টানরা উচ্চ স্বরে এই দাবী করে আসছিল যে, যীশু ছিলেন— খোদার সান্নিধ্যের কারণে এবং তাঁর উচ্চ মর্যাদার কারণে অনন্য, তুলনাহীন । এখন খোদা ঘোষণা করেছেন যে, তিনি একজন দ্বিতীয় যীশুর সৃষ্টি করেছেন যে প্রথম জনের চাইতে উত্তম এবং যে **আহ্‌মদ (সাঃ)-এর একজন গোলাম ।"** —(দাফেউল বালা)।

● "আমি বার বার জোরের সঙ্গে বলছি যে, আমার প্রতি যে সমস্ত ওহী-ইলহাম অবতীর্ণ হয়েছে সে সবই নিশ্চিতরূপেই খোদার কালাম, ঠিক সেইভাবে যেভাবে পবিত্র কুরআন ও তৌরাত খোদার কালাম । এবং **প্রতিবিম্বের আকারে আমি একজন খোদার নবী** । ধর্মীয় ব্যাপারে প্রতিটি মুসলমান আমাকে মানিতে বাধ্য এবং **'মসীহ্ মাওউদ'** হিসেবে মানিতেও বাধ্য..... খোদা আমার সমর্থনে দশ সহস্রাধিক নিদর্শন প্রকাশ করেছেন । কুরআন আমার পক্ষে সাক্ষ্য দান করছে, রসূলে পাক (সাঃ) আমার পক্ষে সাক্ষ্য দান করছেন ।" —(তোহ্‌ফাতুন্ নাদ্‌ওয়া)।

● "আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান আমাকে দুইটি উপাধি দান করেছেন । আমার একটি উপাধি হচ্ছে 'অনুসারী'— যার ইংগিত রয়েছে আমার নাম "গোলাম আহমদ"-এর মধ্যে । আমার দ্বিতীয় উপাধি— "প্রতিবিম্ব-নবী" (উম্মতি নবী বা যিল্লী-নবী)।" —(যামিনা বারাহীনে আহ্‌মদীয়া)

● "আমার পক্ষে যমিনও সাক্ষ্য দান করেছে এবং আসমানও । একইভাবে আমার জন্য আসমানও বলেছে এবং

যমীনও বলেছে যে, **"আমি খলীফাতুল্লাহ্ ।"** —(এক গলতিকা ইজালা)।

● "এবং যে যে স্থানে আমি নবুওয়াত ও রেসালাত সম্পর্কে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছি, তা শুধু এই অর্থে করেছি যে, না আমি স্বতন্ত্র কোন শরীয়তবাহী এবং না আমি স্বীয় অধিকারে কোন নবী । বরং তা এই যে, আমি আমার রসূলে মুক্তেদা (সাঃ) থেকে বাতেনী ফয়েয বা গুপ্ত কল্যাণরাজি হাসিল করে এবং তাঁরই নামে আখ্যায়িত হয়ে তাঁরই মাধ্যমে আমি খোদার কাছ থেকে গায়েবের জ্ঞান লাভ করেছি, তাই আমি রসূল ও নবী । কিন্তু আমার কোন নতুন শরীয়াত নেই ।" —(এক গলতি কা ইজালা)।

● "হ্যাঁ, একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, এবং তা কখনও ভুলে গেলে চলবে না যে, যদিও আমি নবী ও রসূল নামে আখ্যায়িত হয়েছি, তথাপি খোদাতা'লার তরফ থেকে আমাকে জানান হয়েছে যে, তাঁর এই সকল আশিষ ও কল্যাণ আমার প্রতি প্রত্যক্ষভাবে হয়নি, বরং আসমানে এক পবিত্র অস্তিত্ব আছেন যাঁর রূহানী ফয়েয বা শক্তি সমূহ আমার মধ্যে ক্রিয়াশীল হয়েছে । অর্থাৎ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের উসিলা ও মধ্যস্থতা অক্ষুণ্ণ রেখে এবং তাঁর মধ্যে বিলীন হয়ে তাঁর মুহাম্মদ ও আহ্মদ নামে অভিহিত হয়ে আমি রসূলও হয়েছি । অর্থাৎ প্রেরিতও হয়েছি, এবং খোদার কাছ থেকে অদৃশ্যের বা গায়েবের সংবাদ-লাভকারীও হয়েছি । এবং এর দরুণ খাতামান্নাবীঈনের মোহরও অক্ষুণ্ণ রয়েছে । কেননা, আমি প্রতিফলিত ও প্রতিবিম্ব রূপে প্রেমের আয়নার মধ্য দিয়ে ওই নাম লাভ করেছি ।" —(এক গলতি কা ইজালা)।

● "আমি যদি হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর উম্মত না হতাম, এবং তাঁর অনুসারী না হতাম, অথচ আমার পূণ্য কর্মের উচ্চতা ও ওজন যদি দুনিয়ার সমস্ত পর্বতের সমানও হতো, তথাপি আমি কখনও খোদার সহিত বাক্যালাপ কিম্বা তাঁর বাণী লাভের সম্মানের অধিকারী হতে পারতাম না । কেননা, এখন মুহাম্মদী নবুওয়ত ছাড়া বাকী তামাম নবুওয়তের দরজা বন্ধ হয়ে গেছে । আর কোনও শরীয়তবাহী নবী আসতে পারবে না । কিন্তু শরীয়ত ছাড়া কোন নবী আসতে পারবেন, অবশ্য তিনি যদি রসূলে করীম (সাঃ)-এর অনুসারী হন । এইভাবে **আমি একই সঙ্গে একজন উম্মতি ও একজন নবী** । আমার নবুওয়ত হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর নবুওয়তের প্রতিবিম্ব । তাঁর (সাঃ)-এর নবুওয়ত বাদ দিয়ে আমার নবুওয়াতের কোনও অস্তিত্ব নেই । ইহা তো মুহাম্মদী নবুওয়ত যা আমার মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে ।" —(তাজাল্লিয়াতে ইলাহিয়া)।

● "আমি কুরআন ও হাদীসের সত্যতা সাব্যস্তকারী এবং পক্ষান্তরে আমিও তাদের দ্বারা সাব্যস্ত। আমি পথভ্রষ্ট নই, বরং **আমি মাহ্দী ।"** —(মালকুয়াত, ৪র্থ খন্ড)।

● "খোদাতা'লা সমগ্র মানবজাতিকে একত্রিত করার জন্য এবং তাদের সকলের পক্ষে একই ধর্ম গ্রহণের জন্য মুহাম্মদী নবুওয়তের সময়ের শেষ অংশকে নির্ধারিত করেছেন, এবং সেই সময়টা কেয়ামতের পূর্ববর্তী সময় । এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আল্লাহ্তা'লা মুহাম্মদ (সাঃ) এর উম্মতের মধ্য থেকে একজন প্রতিনিধি নিযুক্ত করেছেন, **খাতমাল খোলাফা** হিসাবে যার নাম দেওয়া হয়েছে **মসীহ্ মাওউদ" ।** —(চশ্মায়ে মা'রেফত)

● "এই অধমকে মসীহ্-এর নাম দিয়ে প্রেরণ করা হয়েছে যেন আমি ক্রুশীয় মতবাদ ধ্বংস করি । সুতরাং আমি ক্রুশভঙ্গ করার ও শূকর বধ করার জন্য প্রেরিত হয়েছি ।..... আমার সঙ্গে অবতীর্ণ ফিরিশ্তাদের হাতে বড় বড় হাতুড়ী দেয়া আছে, এবং তা দেয়া হয়েছে ক্রুশ ভঙ্গ করবার জন্য এবং সৃষ্টির উপাসনার উদ্দেশ্যে তৈরী মূর্তি ও মন্দির সমূহ ধ্বংস করবার জন্য ।" —(ফাতেহ্ ইসলাম)।

● "আমার দাবী যদি আমার নিজের পক্ষ থেকেই হতো, তাহলে আমাকে প্রত্যাখ্যান করাতে তোমাদের কোনও দায়দায়িত্ব থাকতো না । কিন্তু, যদি খোদাতা'লার পবিত্র রসূল (সাঃ) তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী সমূহের মাধ্যমে আমার পক্ষে সাক্ষ্যদান করে থাকেন এবং খোদা আমার সমর্থনে তাঁর নিদর্শন সমূহ প্রকাশ করে থাকেন, তাহলে আমাকে প্রত্যাখ্যান করার মধ্যদিয়ে নিজেদের অনিষ্ট করো না । একথা বল না যে, আমরা তো মুসলমান, মসীহ্কে মানবার কোনও প্রয়োজন আমাদের নেই ।" —(আইয়ামুস সোলহ্)

● "আমার প্রতি এই ইলহামও হয়েছিল যে, —হে কৃষ্ণ রুদ্ধ গোপাল ! তোমার মহিমা গীতায় লিখিত আছে !"

● "হিন্দুদের কিতাবগুলিতে একটি ভবিষ্যদ্বাণী আছে এবং তা হচ্ছে —শেষ যুগে একজন অবতার আসবেন যিনি

কৃষ্ণের সদৃশ হবেন এবং তাঁর বুরুজ হবেন । এবং আমার কাছে প্রকাশ করা হয়েছে যে, তিনি আমিই ।" —(তোহ্ফা গোলড়বিয়া)

● "আমি ঠিক সেইভাবে খতমে বেলায়েতের মোকামে অধিষ্ঠিত যেভাবে সাইয়েদুল মুস্তাফা (সাঃ) খতমে নবুওয়াতের মোকামে অধিষ্ঠিত । তিনি খাতামাল আম্বিয়া এবং আমি খাতামাল আওলিয়া । আমার পরে কোন হকীকী ওলী নাই— সেই ছাড়া যে আমা হতে হয়েছে এবং আমার অনুবর্তিতায় হয়েছে ।" —(খোতবা ইলহামিয়া)

● "যেহেতু আমি প্রতিশ্রুত মসীহ্ এবং খোদা আমার সমর্থনে বহু ঐশী নিদর্শন প্রকাশ করেছেন, সেহেতু প্রতিশ্রুত মসীহ্ হিসেবে আমার আগমন সম্পর্কে যে ব্যক্তিকে খোদার দৃষ্টিতে যথেষ্ট সতর্ক করা হয়েছে এবং যে আমার দাবী অবহিত, তাকে খোদার কাছে জবাবদিহি করতে হবে । কেননা, খোদা-প্রেরিত ব্যক্তিগণকে স্বীকার করা ছাড়া কারও নিস্তার নেই । আর এক্ষেত্রে তো আমি নিজে বাদী নই, বাদী হচ্ছেন তিনি যাঁর পক্ষে ও যাঁর সমর্থনে আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে— অর্থাৎ তিনি হচ্ছেন মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম । যে ব্যক্তি আমাকে গ্রহণ করে না, সে আমাকে অমান্য করে না বরং সে অমান্য করে তাঁকেই যিনি আমার আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন ।" —(হকীকাতুল ওহী)

● "খোদাতা'লা আমার প্রতি কুরআন শরীফের হকীকত এবং জ্ঞান ও প্রজ্ঞা খুলে দিয়েছেন ।"

● খোদা আলৌকিকভাবে আমাকে কুরআনের ভাষা শিক্ষা দিয়েছেন ।"

● "খোদা আমার প্রার্থনা অন্য যে কোনও ব্যক্তির চাইতে অধিক কবুল করেছেন ।"

● "খোদা আমার সমর্থনে ঐশী-নিদর্শন সমূহ প্রকাশিত করেছেন ।"

● "খোদা আমার জন্যে জাগতিক নিদর্শনাবলী প্রকাশিত করেছেন ।"

● "খোদা আমার সঙ্গে অঙ্গীকার করেছেন যে, যারা বিরোধীতা করবে আমি তাদের প্রত্যেকের উপরে জয়ী থাকবো ।"

● "খোদা আমাকে এই শুভ সংবাদ দিয়েছেন যে, আমার অনুসারীরা সত্যের সমর্থনে দলিল-প্রমাণের সাহায্যে সর্বদাই বিরুদ্ধবাদীদের উপরে বিজয় লাভ করবে । তারা এবং তাদের সন্তান-সন্ততিরা এই পৃথিবীতে বিপুল সম্মানে ভূষিত হবে । এতে তাদের কাছে প্রমাণিত হবে যে, যে ব্যক্তি খোদার কাছে আসে সে কখনই ক্ষতিগ্রস্থ হয় না ।"

● "খোদা আমার কাছে ওয়াদা করেছেন যে, কেয়ামত পর্যন্ত তিনি আমার আশিস ও কল্যাণরাজি প্রকাশিত করতে থাকবেন, এমন কি সম্রাটগণও আমার বস্ত্রাদি থেকে আশিস অনুসন্ধান করবে ।"

● "খোদা আমাকে খবর দিয়েছেন যে, আমাকে অস্বীকার করা হবে এবং মানুষ আমাকে গ্রহণ করবে না, কিন্তু খোদা আমাকে গ্রহণ করবেন এবং শক্তিশালী আক্রমণ সমূহ দ্বারা আমার সত্যতা প্রকাশিত করবেন ।" —(তোহ্ফা গোল্ড়বিয়া)

● "রসূলে করীম (সাঃ) তাঁর নবুওয়ত কালের প্রথমে এবং প্রতিশ্রুত মসীহ্ শেষে অবস্থান করছেন ।এবং প্রয়োজন ছিল যে, এই সেলসেলা তাঁর (মসীহ্ মাওউদের) আগমনের পর কেটে দেওয়া হবে না, কেননা মানবজাতির একত্রীকরণের কাজ বা উম্মতে ওয়াহেদা প্রতিষ্ঠার কাজ সম্পন্ন হওয়া নির্ধারিত ছিল তাঁরই সময়ে । এ কথাই ব্যক্ত হয়েছে কুরআন করীমের এই আয়াতে ঃ 'তিনিই সেই যিনি তার রসূলকে প্রেরণ করেছেন হেদায়াত ও সত্য ধর্মসহ, যাহাতে তিনি সকল ধর্মের উপরে ইহার বিজয় লাভ সম্পন্ন করেন'— (৯ঃ৩৩)। অর্থাৎ প্রতিশ্রুত মসীহ্ বিশ্বব্যাপী বিজয় লাভ করবেন । যারা আমার পূর্বে অতীত হয়ে গেছেন তারা সবাই এ ব্যাপারে একমত পোষণ করতেন যে, প্রতিশ্রুত মসীহের যামানায় ইসলামের চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হবে ।" (চশ্মায়ে মারেফাত)

● "খোদার ইচ্ছা ইহাই যে, মুসলমানদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি আমার থেকে দূরে থাকবে সে কাটা পড়বে, চাই সে বাদশা হোক আর প্রজা হোক ।" —(তায্কেরা)

● "আমি খোদাতা'লার বাগিচা; যে আমাকে কাটতে চাইবে সে নিজেই কাটা পড়বে ।" —(নিশানে আসমানী)·

● খোদা আমাকে সম্বোধন করে বলেছেনঃ 'তুমি আমার পক্ষ থেকে **সর্তককারী** । আমি তোমাকে প্রেরণ করেছি যাতে পাপীদেরকে পুন্যবানদের থেকে পৃথক করা যায় ।" (আল্ ওসীয়াত)।

●"খোদাতা'লা দুই প্রকার কুদরত (শক্তি ও মহিমা) প্রকাশ করেনঃ প্রথম, নবীগণের মাধ্যমে তার কুদরতের এক হস্ত প্রদর্শন করেন । .....তোমাদের জন্যেও দ্বিতীয় কুদরত দেখা প্রয়োজন.....সেই দ্বিতীয় কুদরত আমি না যাওয়া পর্যন্ত আসতে পারে না । তবে, আমি গেলে পরে, খোদা তোমাদের জন্য সেই 'দ্বিতীয় কুদরত' প্রেরণ করবেন । তা তোমাদের সঙ্গে চিরকাল থাকবে । ইহাই অঙ্গীকার করেছেন খোদাতা'লা বারাহীনে আহ্মদীয়া গ্রন্থে । সেই অঙ্গীকার আমার নিজের জন্যে নয়, সেই অঙ্গীকার তোমাদের জন্যে ঃ "আমি এই জামায়াতকে, যারা তোমার অনুসারী তাদেরকে কেয়ামত পর্যন্ত অন্য সকলের উপর বিজয় দান করব ।" —(আল্ ওসীয়্যত)

● "এই **যামানার দুর্ভেদ্য দূর্গ আমি** । যে আমাতে প্রবেশ করে সে চোর, দস্যু ও হিংস্র জন্তু থেকে নিজের প্রাণ বাঁচায় । কিন্তু যে আমার প্রাচীর থেকে দূরে থাকতে চায়, তার চারিদিকে মৃত্যু বিরাজমান, তার লাশও নিরাপদ থাকবে না" । —(ফতেহ্ ইসলাম)

● "খোদাওন্দ করীম, যিনি মানব হৃদয়ের গুপ্ত ভেদসমূহ সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত, তাকে সাক্ষী রেখে এই কথা বলছি যে, যদি কোন ব্যক্তি কুরআন করীমের শিক্ষা থেকে এক পরমাণুর হাজার ভাগের একভাগের সমানও কোন ত্রুটি বের করতে পারে, তার মুকাবেলায় তাদের নিজেদের কোনও কিতাব থেকে এক পরমাণুরও সমান এমন কোনও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে পারে, যা কুরআন করীমের শিক্ষার বরখেলাফ এবং তা থেকে উত্তম, তাহলে সেক্ষেত্রে আমি মৃত্যুদণ্ড গ্রহণ করতেও প্রস্তুত ।" (বারাহীনে আহ্মদীয়া)

"এই অধমকে তো এই উদ্দেশ্যেই প্রেরণ করা হয়েছে যে, সে যেন আল্লাহ্র সৃষ্টির কাছে এই পয়গাম পৌঁছিয়ে দেয় যে, দুনিয়ার বুকে যে সকল ধর্ম বর্তমান রয়েছে, তার মধ্যে সেই ধর্মই সত্যের উপরে আছে এবং খোদাতালার ইচ্ছানুযায়ী বিদ্যমান রয়েছে যা কুরআন করীম নিয়ে এসেছে । এবং পরিত্রাণের ঘরে দাখিল হওয়ার দরজা হচ্ছে—

'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহো মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ' ।"—(হুজ্জাতুল ইসলাম)

● "ইসলামের জীবনলাভ আমাদের নিকট থেকে এক প্রায়শ্চিত্ত চায় । উহা কি ? এই পথে আমাদের মৃত্যুবরণ। এই মৃত্যুর উপরই ইসলামের জীবন, মুসলমানের জীবন এবং জীবন্ত খোদার মহিমা বিকাশ নির্ভর করে । এবং ইহাই সেই জিনিষ, অন্য কথায় যার নাম **ইসলাম** ।" —(ফতেহ্ ইসলাম)।

● "আজকের দিনে যা প্রয়োজন তা তরবারি নয়, তা হচ্ছে কলম ।" —(মালফুযাত)

● "আল্লাহ্তা'লা এই অধমের নাম রেখেছেন **সুলতানুল কলম** এবং আমার কলমকে বলেছেন আলীর জুলফিকার ।" —(তায্কেরা)।

● "আমি দেখলাম— হযরত আলী (রাঃ) আমাকে কুরআনের তফ্সীর দিলেন এবং বললেন 'এই তফসীর আমি করেছি । এখন আপনিই এর হকদার । আপনার জন্য এই কিতাব পাওয়াটা মুবারক ।' আমি হাত বাড়িয়ে ঐ তফসীর নিলাম এবং আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করলাম ।" —(তাযকেরা)।

● "খোদা ইচ্ছা করেছেন যে, তিনি সকল সাধু স্বভাবের ব্যক্তিকে, তাঁরা ইউরোপেই বাস করুন আর এশিয়াতেই বাস করুন, তাদেরকে তৌহীদের প্রতি আকৃষ্ট করেন এবং তাঁর বান্দাদেরকে একই ধর্মের পতাকা তলে সমবেত করেন । এটাই খোদাতা'লার অভিপ্রেত এবং এজন্যই আমি দুনিয়াতে প্রেরিত হয়েছি ।" —(আল্ ওসীয়্যত)।

● "তিনি (খোদাতালা) আমাকে প্রেরণ করেছেন । এবং তার খাস ইলহাম (ঐশবাণী) দ্বারা আমার নিকটে প্রকাশ করেছেন যে, মসীহ্ ইবনে মরিয়ম মৃত্যুবরণ করেছেন । এ ব্যাপারে তার ইলহাম হচ্ছে ঃ 'মসীহ্ ইবনে মরিয়ম রসূলুল্লাহ মৃত্যুবরণ করেছেন । এবং তাঁর রঙ্গে রঙ্গিন হয়ে ওয়াদা মোতাবেক তুমি এসেছ ।" —(তায্কেরা)।

● "খোদা আমাকে খবর দিয়েছেন, **মুসায়ী মসীহ্ থেকে মুহাম্মদী মসীহ্ উত্তম ।"** —(তায্কেরা)।

● "তোমরা নিশ্চয় জানিও, হযরত **ঈসা ইবনে মরিয়ম (আঃ)-এর মৃত্যু হয়েছে** এবং কাশ্মীরের শ্রীনগর শহরে খানইয়ার মহল্লায় তাঁর মাযার আছে । খোদাতালা তাঁর প্রিয় কিতাব কুরআন শরীফে ঈসা (আঃ)-এর মৃত্যুর সংবাদ দিয়েছেন ।" —(কিশতি-এ-নূহ)

● "যে ব্যক্তি সত্য সত্যই আমাকে **প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও প্রতিশ্রুত মাহ্দী** হিসেবে বিশ্বাস করে না, সে আমার সম্প্রদায়ভুক্ত নয় ।" —(কিশ্তি-এ -নূহ)।

● "আমি এই কথা বার বার বর্ণনা করব এবং এর ঘোষণা থেকে আমি কখনই বিরত হতে পারি না যে, আমিই সেই ব্যক্তি যাকে **যথাসময়ে জগতের সংস্কারের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে** যেন ধর্মকে পুনরায় নতুনভাবে মানবহৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করা হয় ।" —(ফতেহ্ ইসলাম)

● "এটা কখনই মনে করো না যে, বর্তমানে কিংবা ভবিষ্যতে আর খোদার ওহী অবতীর্ণ হবে না, যা অবতীর্ণ হওয়ার তা অতীতেই হয়ে গেছে, এবং রুহুল কুদ্দুসও পূর্বেই অবতীর্ণ হয়েছেন, বর্তমানে আর অবতীর্ণ হবেন না । আমি তোমাদের সত্য সত্যই বলছি যে, প্রত্যেক দুয়ারই বন্ধ হতে পারে, কিন্তু রূহুল কুদ্দুসের নাযেল হওয়ার দুয়ার কখনও বন্ধ হতে পারে না । তোমরা তোমাদের হৃদয়ের দুয়ার উন্মুক্ত করে দাও যেন তিনি সেখানে প্রবেশ করতে পারেন ।" —(কিশ্তি-এ-নূহ্)

● "এই আন্দোলনের জন্য যে নামটি যথোপযুক্ত এবং যা আমরা পছন্দ করেছি তা হচ্ছে **আহ্মদীয়া ফেরকার মুসলিম সম্প্রদায়** । আমরা যে এই নাম রেখেছি, তার কারণ হচ্ছে— হযরত রসূলে করীম (সাঃ)-এর দুটি নাম ছিল, মুহাম্মদ ও আহ্মদ । মুহাম্মদ হলো তাঁর জালালী বা প্রতাপ-প্রকাশক নাম এবং আহ্মদ হলো তাঁর জামালী বা সৌন্দর্য-প্রকাশক নাম । মুহাম্মদ নামের মধ্যে এই ভবিষ্যদ্বানী নিহিত ছিল যে, আঁ-হযরত (সাঃ) তরবারি দ্বারা সেই সকল দুশমনদেরকে শাস্তি দান করবেন যারা তরবারি দ্বারা ইসলামকে আক্রমণ করবে এবং শত শত মুসলমানকে হত্যা করবে । এবং তাঁর আহ্মদ নামের মাধ্যমে এই ইংগিত করা হয়েছে যে, তিনি পৃথিবীতে শান্তি ও নিরাপত্তা স্থাপিত করবেন । আল্লাহ্তালা আঁ-হযরত (সাঃ)-এর জীবনকে এভাবেই গঠিত করেছেন যে, তাঁর মক্কী যিন্দেগী ছিল তাঁর আহ্মদ নামের প্রকাশক এবং তখন মুসলমানদের সবর ও সহিষ্ণুতা শিক্ষা দেয়া হয়েছিল । তাঁর মাদানী যিন্দেগীতে তাঁর মুহাম্মদ নামের প্রকাশ ঘটেছিল এবং আল্লাহ্ স্বীয় প্রজ্ঞায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন, তাঁর (সাঃ) শত্রুদেরকে শাস্তিদানের । কিন্তু এই ভবিষ্যদ্বাণীও ছিল যে, আখেরী যামানায় আহ্মদ নামের প্রকাশ আবারও ঘটবে, এক ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটবে যার মাধ্যমে সৌন্দর্য-প্রকাশক গুণাবলী— যা আহ্মদ নামের বৈশিষ্ট্য— তা প্রকাশিত হবে, এবং সকল যুদ্ধ-বিগ্রহের পরিসমাপ্তি ঘটবে । এ কারণে এটাই যুক্তি-যুক্তরূপে বিবেচিত হয়েছে যে, এই **ফিরকা বা সম্প্রদায়ের নাম হবে আহ্মদীয়া জামা'ত** যাতে এই নাম শুনলেই সকলে বুঝতে পারে যে, এই জামা'তকে খাড়া করা হয়েছে শান্তি ও নিরাপত্তা বিস্তারের জন্য এবং এই জামা'তের সঙ্গে যুদ্ধ ও লড়াইয়ের কোনও সম্পর্ক নেই ।" —(তবলীগে রেসালাত, ৯ম খণ্ড)।

● "আল্লাহ্তালার চিরন্তন নিয়ম এই যে, যখন থেকে তিনি এই পৃথিবীতে মানব সৃষ্টি করেছেন তখন থেকেই তিনি এই নিয়ম পালন করে আসছেন যে, তিনি তাঁর নবী-রসূলগণকে সাহায্য করে থাকেন এবং তাঁদেরকে বিজয়মণ্ডিত করেন । যেমন, তিনি (কুরআন করীমে) বলেছেন ঃ 'কাতাবাল্লাহু লাআগলিবান্না আনা ওয়া রুসুলি'— আল্লাহ্ লিখে রেখেছেন যে, তিনি ও তাঁর রসূলগণ বিজয়ী থাকবেন ।" —(আল্ ওসীয়্যত)।